১৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৬ সালে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত নবী সা. এর পবিত্র জীবনীর ওপর আন্তর্জাতিক সীরাত প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম স্থান বিজয়ী স্মারক গ্রন্থ।

আর-রাহীকুল মাখতূম

রাসূল (সা.)-এর মোহরাঙ্কিত সুধাময় মহাকাব্যিক জীবন

আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী
সাবেক অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ
মাওলানা. লুৎফুর রহমান
কামিল হাদীস ও তাফসীর
মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা। (১৯৮০)
বি.এ অনার্স (আরবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক ধর্মপাতা পরিচালক দৈনিক কালের কণ্ঠ
সাবেক সম্পাদনা সহকারী দৈনিক ইনকিলাব
সোনার বাংলা, মাসিক মদীনা, যায়যায় দিন।
বর্তমানে দৈনিক নয়া দিগন্তে কর্মরত।

সম্পাদনায়
মীনা বুক হাউস সম্পাদনা পরিষদ

মীনা বুক হাউস
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক
বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং-২০৮ (২য় তলা)
দোকান নং-১০৩ (নিচতলা)
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ইসলামিক পুস্তক (নতুন) মার্কেট
সি-১৭, বায়তুল মোকাররম
উত্তর পূর্ব গেইট, ঢাকা-১০০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
• সংক্ষিপ্ত পটভূমি	০৩
• লেখকের কথা	০৩
• নতুন সংস্করণের জন্যে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা	০৯
• রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেলের অভিমত	১২
• লেখক পরিচিতি	১৫
• নতুন সংস্করণ প্রকাশে লেখকের ভূমিকা	১৯
• বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু কথা	২০
• মুনাজাত	৪১
• আরবের ভৌগোলিক সীমানা এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান	৪৩
• আরব জাতি ও তাদের গোত্রগত অবস্থান	৪৪
• আরবের নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা	৫৮
• ইয়ামানের বাদশাহী	৫৮
• হীরার রাজত্ব	৬১
• সিরিয়ার বাদশাহী	৬৪
• মক্কায় মানব বসতি স্থাপন	৬৪
• কুসাইয়ের মর্যাদা ও সফলতা	৭০
• আরবের অন্যান্য অংশের প্রশাসনিক খণ্ড চিত্র	৭৩
• জাযিরাতুল আরবের রাজনৈতিক অবস্থা	৭৪
• আরবদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মতবাদ	৭৬
• দ্বীনে ইবরাহীমে কুরাইশদের বিদআত	৮৮
• ভ্রান্ত বিশ্বাসী আরবদের কাছে তাওহীদের বাণী	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
• প্রাচীন আরব সমাজ	৯৫
• অর্থনৈতিক অবস্থা	৯৯
• চারিত্রিক অবস্থা	১০০
• জুয়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দান	১০১
• শেষ নবীর বংশধারা	১০৩
• নবী পরিবারের পরিচয়	১০৪
• যমযম কূপ খনন	১০৯
• হস্তিবাহিনীর ঘটনা	১১০
• আবদুল্লাহ নবীজীর পিতা	১১৩
• মহানবী ﷺ-এর জন্ম	১১৬
• বনি সা'দ গোত্রে নবীজী ﷺ-এর লালন-পালন	১১৭
• নবীজীর বক্ষ বিদারণ	১২০
• শিশু নবী মায়ের কোলে	১২০
• দাদার স্নেহ ছায়ায় নবীজী	১২১
• চাচার স্নেহে	১২১
• রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনা	১২২
• পাদ্রী বুহাইরা ও গাছ-পাথরের সিজদা	১২২
• ফিজারের যুদ্ধ	১২৩
• হিলফুল ফুযূল	১২৪
• সংগ্রামী জীবন-যাপন	১২৫
• খাদিজার সঙ্গে বিবাহ	১২৫
• কা'বার নির্মাণ	১২৭
• নবুওয়তের পূর্বের জীবন	১২৮
• হেরার রশ্মি	১৩১
• নবীজির ﷺ হেরার গুহায় ধ্যান	১৩১
• ২১ রমযান অহি নিয়ে আসেন জিবরাঈল (আ.)	১৩২
• সাময়িক সময়ের জন্য অহীর আগমন স্থগিত	১৩৬
• অহী নিয়ে পুনরায় জিবরাঈলের আগমন	১৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা

- অহীর বিভিন্ন প্রকার.....১৩৮
- শুরু হলো ইসলাম প্রচার ১৪০
- গোপন দাওয়াতের তিন বছর.....১৪২
- ইসলামের প্রথম সৈনিকদের আলোচনা.....১৪২
- নামাযের আদেশ ১৪৪
- কুরাইশদের ইসলাম সম্পর্কে অবগতি ১৪৫
- প্রকাশ্যে দাওয়াতের প্রথম আদেশ.....১৪৬
- নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দ্বীনের তাবলীগ ১৪৭
- সাফা পর্বতের ওপর তাবলীগ.....১৪৯
- হাজীদের বাধা দেয়ার জন্য পরামর্শ সভা ১৫২
- ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মিথ্যা প্রতিপন্ন, অকারণে হাসি-ঠাট্টা.....১৫৫
- সংশয় সন্দেহের উসকানি ও মিথ্যা অপপ্রচার.....১৫৮
- পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনতে বাধা প্রদান ১৬৬
- জুলুম নির্যাতন শুরু.....১৬৮
- নবীজী ﷺ-এর ব্যাপারে মুশরেকদের অবস্থান.....১৭৪
- আবূ তালিবের কাছে কুরাইশ নেতারা ১৭৫
- আবূ তালিবকে কুরাইশদের হুমকি ১৭৬
- কুরাইশ প্রতিনিধি দল পুনরায় আবূ তালিবের কাছে.....১৭৭
- নতুন শত্রুতা নবীজীর সঙ্গে ১৭৮
- দারুল্ আরকামে নবীজীর মিশন ১৮৬
- আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত ১৮৮
- নাজ্জাশির দরবারে মুসলমানগণ ১৮৮
- মুসলিমদের সঙ্গে কাফেরদের সিজদা ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন.....১৮৯
- আপত্তিকর নোংরা অপপ্রচার ১৯০
- আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত.....১৯২
- আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ১৯২
- অত্যাচারে কঠোরতা অবলম্বন ও নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র.....১৯৮

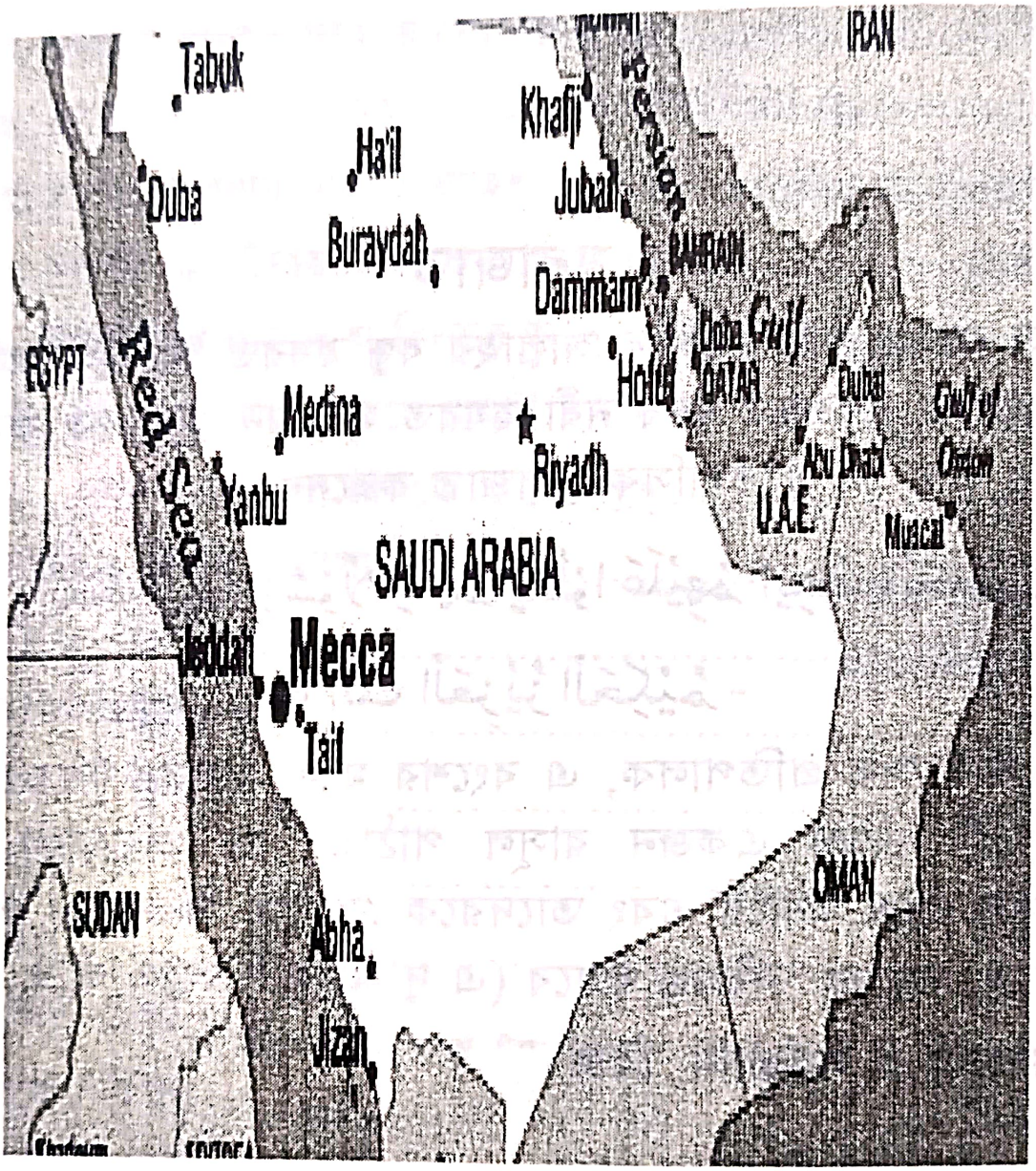

ইতিহাসের সাক্ষী প্রাচীন আরবের মানচিত্র
যেখানে রয়েছে আল্লাহর ঘর পবিত্র মক্কা

আরবের ভৌগোলিক সীমানা এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান

এশিয়া মহাদেশের একটি ঐতিহাসিক দেশ বর্তমান সৌদী আরব। এ আরবেরই সন্তান শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি অঙ্কন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের পূর্বের ও পরের অবস্থার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাক ইসলামিক আরবের ভৌগোলিক সীমারেখা, আরব ভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা ও অবস্থান এবং তাদের ক্রমোন্নতির ধারা এবং সে যুগের রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব প্রদান ও গোত্রগুলোর শ্রেণিবিন্যাসকে বিভিন্ন দ্বীন-ধর্ম, সম্প্রদায়, আচার-আচরণ, অন্ধ বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রসহ পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। এ কারণেই আমি এ বিষয়কে বিশেষভাবে বিভিন্ন স্তর বিন্যাসে তুলে ধরেছি।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাই উপদ্বীপ, পূর্ব দিকে আরব উপসাগর ও দক্ষিণ ইরাকের বিরাট অংশ এবং দক্ষিণে আরব সাগর যা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ, উত্তরে শামরাজ্য এবং উত্তর ইরাকের কিছু অংশ। উল্লিখিত সীমান্তসমূহের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। সমগ্র ভূভাগের আয়তন ১০ লাখ থেকে ১৩ লাখ বর্গমাইল পর্যন্ত ধরা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক এবং ভূপ্রাকৃতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আরব উপদ্বীপ অত্যন্ত গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বহন করে। এ উপদ্বীপের চতুর্দিক মরুভূমি বা দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যে কারণে এ উপদ্বীপ এমন এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়েছে যে, যে কোনো বিদেশি শক্তি বা বহিঃশত্রুর পক্ষে এর ওপর আক্রমণ পরিচালনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রভাব বিস্তার করা খুবই কঠিন। এ নৈসর্গিক কারণেই আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের অধিবাসীরা সেই সুপ্রাচীন এবং স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে নিজস্ব স্বাতন্ত্রগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে। অথচ অবস্থানের দিক দিয়ে এ উপদ্বীপটি এমন দুই পরাশক্তির প্রতিবেশী যে, ভূ-প্রকৃতিগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এ পরাশক্তিদ্বয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা আরববাসীদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না।

বহির্বিশ্বের দিক থেকে আরব উপদ্বীপের অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করলেও প্রতীয়মান হবে যে, দেশটি পুরাতন যুগের মহাদেশগুলোর একেবারে মধ্যস্থল বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং জল ও স্থল উভয় পথেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। এর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশে গমনের প্রবেশ পথ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশের প্রবেশদ্বার এবং পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে ইরান ও মধ্য এশিয়া হয়ে চীন ভারতসহ দূর প্রতীচ্যে গমনাগমনের দরজা বা ফটক। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ থেকে সাগর ও মহাসাগর হয়ে আগত জলপথ আরব উপদ্বীপের সঙ্গে চমৎকার যোগসূত্র রচনা করেছে। বিভিন্ন দেশের জাহাজগুলো সরাসরি আরবের বন্দরে গিয়ে ভিড়ে। এরূপ ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমারেখার প্রেক্ষিতে আরব উপদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও মত বিনিময়ের লক্ষ্যস্থল বা প্রাণ কেন্দ্র।

আরব জাতি ও তাদের গোত্রগত অবস্থান

ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায়সমূহকে জন্মসূত্রের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন– যেমন আরবে বাদিয়াহ, আরবে আরিবা ও আরবে মুস্তারিবা। এ তিন শ্রেণীর পরিচয় পর্যায়ক্রমে এখানে তুলে ধরা হলো–

• **আরবে বায়িদাহ :** আরবে বায়িদাহ হলো ওই সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায়, যারা বিশ্বের বুক থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এদের খোঁজ-খবর সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদির সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এরা হলো যথাক্রমে আদ, সামুদ, ত্বাসম, জাদীস, ইমলাক্ব, উমাইম, জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, আবীল, জাসিম, হাযরামাওত ইত্যাদি।

• **আরবে আরিবা :** আরবে আরিবা হচ্ছে ওই সব গোত্র, যারা ইয়াশজুব ইবনে ইয়ারুব ইবনে ক্বাহত্বানের বংশোদ্ভূত। এদেরকে ক্বাহত্বানী আরবও বলা হয়।

• **আরবে মুস্তারিবা :** আরবে মুস্তারিবা হলো ওইসব আরব সম্প্রদায়, যারা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধারা থেকে আগত। এদেরকে আদনানী আরবও বলা হয়। আরবে আরিবা তথা ক্বাহত্বানী আরবদের প্রকৃত আবাসস্থল ছিল ইয়ামান রাজ্য। এখানেই তাদের বংশধারা এবং গোত্রসমূহ সাবা ইবনে ইয়াশযুব ইবনে ইয়ারুব ইবনে ক্বাহত্বান এর বংশধর থেকে বহু

শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পরবর্তীকালে দু'গোত্রই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেগুলো হলো– হিমইয়ার ইবনে সাবা ও কাহলান ইবনে সাবা। বনি সাবার আরও এগারোটি বা চৌদ্দটি গোত্র ছিল যাদেরকে সাবিউন বলা হতো। সাবা ব্যতীত তাদের আর কোনো গোত্রের অস্তিত্ব নেই।

(ক) হিমইয়ার : এদের বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে– (১) কুযা'আহ-এর প্রশাখাসমূহ। এরা হলো বাহরা, বালী, আলক্বায়ন, কালব, উযরাহ ও ওয়াবারাহ। (২) সাকাসিক: তারা হলেন যায়েদ ইবনে ওয়ায়িলাহ ইবনে হিমইয়ার এর বংশধর। যায়েদের উপাধি হলো সাকাসিক। তারা বনি কাহলানের সাকাসিক কিন্দাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের আলোচনা সামনে আসছে। (৩) যায়দুল জামহুর: এর প্রশাখা হলো হিমইয়ারুল আসগার, সাবা আল-আসগার, হাযূর ও যূ-আসবাহ।

(খ) কাহলান : এদের বিখ্যাত শাখা-প্রশাখাগুলোর নাম হচ্ছে হামদান, আলহান, আশআর, ত্বাই, মাযহিজ (মাযহিজ থেকে আনস ও আন্ নাখ), লাখম (লাখম থেকে কিন্দাহ, কিন্দাহ থেকে বনি মুআবিয়াহ, সাকূন ও সাকাসিক), জুযাম, আ'মিলাহ, খাওলান, মাআ'ফির, আনমার (আনমার থেকে খাসআম ও বাখীলাহ, বাখীলাহ থেকে আহমাস) আযদ (আযদ থেকে আউস, খাজরায, খুযাআহ এবং জাফরান বংশধরগণ। এঁরা পরে শাম রাজ্যের আশেপাশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলে গাসসান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অধিকাংশ কাহলানী গোত্র পরে ইয়ামান রাজ্য পরিত্যাগ করে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে তাদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে 'সাইলে আরিমের' কিছু আগে। ওই সময়ের ঘটনা, যখন রোমীয়গণ মিশর ও শামে অনুপ্রবেশ করে ইয়ামানের অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জলপথের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্থলপথের যাবতীয় সুযোগ সুবিধারও চিরতরে অবসান ঘটে। এর ফলে কাহলানীদের ব্যবসা-বাণিজ্য একদম স্থবির হয়ে যায়। তবে কেউ বলেন, সাইলে আরিমের পরে যখন তাদের খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সব জীবনোপকরণ নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা হিজরত করেছিল। যার সাক্ষ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ۔ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ